কথামুখ

মেয়েদের লেখা নিয়ে যেকোনও আলোচনা আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। নারী সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও নারী মুক্তি বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রসার — এসকল বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুবই আগ্রহ। হয়তো নিজে মেয়ে বলেই মেয়েদের লেখায় তাদের নিজস্ব ভাবনা-বেদনা-অভিজ্ঞতার দিকটি বুঝে নেবার একটা দায় অনুভব করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া লেখালিখি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে। সেই সূত্রে আশালতা সিংহের লেখা দুটি গল্প সংকলন (অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত) হাতে আসে আর তখনই আশালতার লেখার সঙ্গে যেমন পরিচিত হই তেমনি একজন প্রতিভাশালী মহিলা কীভাবে জীবন যুদ্ধে নিজের মতো করে নিজের যাপনকে জিতিয়ে নিয়ে যান তারও খানিকটা আভাস পাই। আশালতার সম্বন্ধে এটুকু জানা তৃপ্তি দিতে পারে না, আরও আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর যখন নিয়মমাফিক গবেষণা করার কথা চিন্তা করি তখন 'আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য' এই বিষয়টিকেই নির্বাচন ক'রে গ্রহণ করি।

প্রথমেই স্মরণ করি আমার প্রণম্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়কে। তাঁর অজস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমার গবেষণা কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর শিক্ষা, উপদেশ, পরামর্শ ছাড়া আমার পক্ষে কোনভাবেই কাজটি করা সম্ভব হত না। তিনি আমাকে আশালতা সহ অন্যান্য মহিলা লেখক-লেখিকা সংক্রান্ত নানা মূল্যবান তথ্য দিয়ে কর্মের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই শ্রীমতী মন্দিরা যশকে যিনি আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা ও সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়াকে আমার প্রণাম জানাই। ড. বেরা প্রত্যক্ষ উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রণাম জানাই অধ্যাপক ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়কে। ছাত্রীর জিজ্ঞাসাকে শিক্ষক সুলভ উদারতায় বার বার পূর্ণ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই ড. দীপক রায় মহাশয়কে। স্যারকে আমার প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই ড. উৎপল মন্ডল মহাশয়কে। প্রণাম জানাহি ড. তপন মন্ডল মহাশয়কে।

কাজটি করতে উৎসাহ জুগিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম মহাশয়। স্যারকে আমার প্রণাম জানাই।

এই গবেষণা কর্মটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করি। গ্রন্থাগার কর্মীগণ সর্বত্র আমার সঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতা করেন। এই প্রসঙ্গে কোলকাতা রামমোহন লাইব্রেরী, কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, যাদবপুর মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের লাইব্রেরী, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, সন্দীপ দত্ত লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি কলেজ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি গ্রন্থাগার কর্মীদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি তাঁরা হলেন শিলিগুড়ি মহবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুব্রতা নন্দী, লেখক-গবেষক অধ্যাপক ড. তপোব্রত ঘোষ, লেখিকা আশালতা সিংহের দৌহিত্র অধ্যাপক অনুত্তম বিশ্বাস, পৌত্র অধ্যাপক রামপ্রতাপ সিনহা। এঁদের সকলের সহযোগিতা এবং ঋণ আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

আমার ডানা (ডোনা মাইতি) এবং অয়নেশ আমার সব সময়ের প্রেরণা।

কিন্তু যাঁদের সাহায্য ছাড়া কোন পরিস্থিতিতেই আমি গবেষণা করার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না তাঁরা হলেন আমার মাতা শ্রীমতী কণিকা বক্সী এবং পিতা স্বর্গীয় জ্যোতিব্রত বক্সী। এঁদের প্রণাম জানাই। আমার গবেষণা ও তার রূপায়ন বিষয়ক ঐকান্তিক আগ্রহী এবং আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী মুক্তিবাদী মানুষ আমার পিতা ঁজ্যোতিব্রত বক্সী যিনি ইহলোক ত্যাগ করলেও যাঁর অস্তিত্ব আমি সদা-সর্বদা অনুভব করি তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।